সংবাদ

ঢাবিতে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

- ছাত্রদলের নতুন কমিটি দেখা করতে পারেনি ভিসির সঙ্গে
- নন-ইভেন্ট ইস্যুকে ইভেন্টে পরিণত করতে কুচক্রী মহলের ইন্ধন : উপাচার্য
- বুয়েটের পর ঢাবিকে অস্থির করার পাঁয়তারা : অভিমত

গতকাল ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীর ওপর ছাত্রলীগের হামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ঢুকতে দেয়নি ছাত্রলীগ। গতকাল নতুন কমিটির সদস্যদের ঢাবি ভিসির সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচি থাকলেও ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার মুখে ছাত্রদলের কেউ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি। এ সময় ঢাবির এসএম হলের চার ছাত্রদল কর্মীকে টিএসসি মোড়ে পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা। গতকাল দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত চারজন হলো- সোহাগ (২৬), আক্কাস আলী (২৫), সোহেল (২৬), মিজান (২৫)। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এদিকে এর প্রতিবাদে গতকালই বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদল। তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করে।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আজাদ আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, একটি নন-ইভেন্ট ইস্যুকে ইভেন্টে পরিণত করার জন্য একটি কুচক্রী মহল ইন্ধন যুগিয়েছে। ছাত্রদলের নির্বাচিত কমিটি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি তাদের দেখা করার জন্য অনুমতি দিয়েছি; কিন্তু একটি কুচক্রী মহল তাদের দেখা করতে না দিয়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এর পরও আমি তাদের দেখা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা দেখা করেনি। তিনি আরও বলেন, ছাত্রদল সভাপতি জুয়েলকে সাক্ষাতের জন্য ফোন দেয়া হয়েছে। বেলা আড়াইটার পরও ফোনে ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করেছি। তিনি বলেন, আজকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি অপ্রীতিকর কিছু ঘটে তবে তদন্ত কমিটি গঠন করে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্র জানায়, গতকাল নবগঠিত ছাত্রদল

ঢাবিতে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ঢাবিতে : ছাত্রদলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটির কেন্দ্রীয় নেতারা ঢাবি ক্যাম্পাসে আসছে- এমন খবরে এসএম হল ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া করে। পরে চার ছাত্রদল কর্মীকে পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয় ছাত্রলীগ কর্মীরা। ছাত্রদলের এক কর্মী জানায়, কেন্দ্রীয় নেতাদের আসার খবর শুনে আমরা তাদের স্বাগত জানাতে ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকি। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা অতর্কিত আমাদের ওপর হামলা চালায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের উপ-পরিদর্শক আবদুর রউফ জানান, গতকাল দুপুর ২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে ছাত্রদলের সদস্য কয়েকজন আড্ডা দিচ্ছিল। ওই সময় ছাত্রলীগের কিছু সন্ত্রাসী তাদের ওপর হামলা করলে তারা আহত হয়। পরে তাদের আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। তিনি বলেন- আহত সোহাগ, সোহেল, মিজান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের ইংরেজি শেষ বর্ষ ও মহসীন হলের আবাসিক ছাত্র। আর আক্কাস ইসলামী স্টাডিজের মাস্টার্সের শেষ বর্ষ ও এসএম হলের আবাসিক ছাত্র বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত কেউ আমার কাছে অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনেকের অভিমত বুয়েটের আন্দোলনের রেস কাটতে না কাটতে মাত্র তিনদিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। বুয়েটের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে একটি মহল এ তৎপরতা চালিয়েছে বলে তারা বলেন। শিক্ষক মহলসহ বিভিন্ন মহল থেকে এমন আগাম তথ্য আগেই জানানো হয়েছিল যে, বুয়েটের মতো এমন ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে পারে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে কর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল কাদের ভূইয়া জুয়েল এ অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতারা দাবি করেন উপাচার্য সাক্ষাতের সময় দেয়ার পরও কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত। তারা জানান, গত ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকদিন থেকে চেষ্টার পর গতকাল বেলা ২টায় সাক্ষাতের সময় দেন উপাচার্য। এজন্য ক্যাম্পাসের অবস্থা পর্যবেক্ষণে কয়েকজনকে পাঠালে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কার্যালয় এলাকায় ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন তারা। এ হামলার পর উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ বর্জন করে ছাত্রদল।

ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলনে আবদুল কাদের ভূইয়া জুয়েল আরও দাবি করেন, উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা শুনে ছাত্রলীগ আগে থেকেই লাঠিসোটা নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদলের ৫০ জন কর্মী আহত হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। জুয়েল বলেন, এ সময় পুলিশ সিরাজুল ইসলাম, আল আমিন ও রাশেদুল ইসলামকে আটক করে। আহত ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে তিনি কবি জসীমউদ্দীন হলের সাফায়েত হোসেন রিপন, এসএম হলের মাহমুদুল হক হিমেল, আক্কাস আলী খান ও সোহাগ, সূর্যসেন হলের আবু বক্কর সিদ্দিকী পাভেল, মহসীন হলের রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ, মিজানুর রহমান ও মো. সোহেলের নাম উল্লেখ করেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে, যাদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে দাবি করেন জুয়েল।

কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তিনি জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি, ক্যাম্পাসে ছাত্রদলসহ সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থানের দাবি জানান। কোন কর্মসূচি দেয়া হবে কিনা- জানতে চাইলে জুয়েল বলেন, আমরা এখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে গণতান্ত্রিক অবস্থানে থাকতে চাই। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রুহুল করিম আবেদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক নাসির, ঢাবি শাখার সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু, সাধারণ সম্পাদক মামুন খান পারভেজ প্রমুখ। পরে নেতারা চিকিৎসাধীন কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে যান।